*ইস্টবেঙ্গলের নতুন বিদেশি ড্যানিয়েল চিমা।*

## লাল-হলুদ শিবিরে চিমা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ অক্টোবর :** গোয়া পৌঁছে গেলেন এসসি ইস্টবেঙ্গল স্ট্রাইকার ড্যানিয়েল চিমা। নাইজিরিয়ার আবুজা থেকে লম্বা সফর করে এলেন তিনি। তবে তারপরেও অবশ্য তাঁকে খুব একটা ক্লান্ত বলে মনে হয়নি। মোটামুটিভাবে কন্ডিশনেই আছেন বলে জানিয়েছেন। দল ইতিমধ্যেই অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে। কিছু কারণে প্রথমবার জৈব সুরক্ষা বলয় ভেঙে যাওয়ায় আবার নতুন করে নিভৃতবাস পর্ব শুরু করতে হবে গোটা দলকে। তার আগেই কোচ চাইছেন, দুই-একটা প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে নিতে। কারণ দলের সঙ্গে বেশি সংখ্যায় ফুটবলার পাঠানো হয়েছে। যাঁদের মধ্যে থেকে বাদ যাবেন অনেকেই। আর এই প্রস্তুতি ম্যাচের জন্যই বিভিন্ন দলের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে টিম ম্যানেজমেন্ট।

২১ নভেম্বর জামশেদপুর এফসির বিরুদ্ধে আইএসএল অভিযান শুরু করবে ইস্টবেঙ্গল।

### চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স ■ ফরাসি তারকার গোল নিয়ে বিতর্ক

# এমবাপের শাপমুক্তি

**স্পেন-১ (ওয়ারজাবাল ৬৪ মি.)**
**ফ্রান্স-২**
**(বেঞ্জিমা ৬৬ মি., এমবাপে ৮০ মি.)**

**মিলান, ১১ অক্টোবর :** ২৯ জুন, বুদাপেস্ট। পেনাল্টি মিস করায় ইউরো থেকে ছিটকে গিয়েছিল ফ্রান্স।

১০ অক্টোবর, মিলান। গোল করে দেশকে উয়েফা নেশনস লিগ চ্যাম্পিয়ন করলেন।

তিনি কিলিয়ান এমবাপে। মেসি-রোনাল্ডো পরবর্তী ফুটবল দুনিয়ার সম্ভাব্য সবচেয়ে বড় তারকা। যাকে নিয়ে দড়ি টানাটানিতে ব্যস্ত প্যারিস সাঁ জাঁ, রিয়াল মাদ্রিদের মতো ক্লাব। কিন্তু দেশের জার্সিতে পারফরমেন্স ইস্যুতে গত সাড়ে তিন মাসে শ্রেষ্ঠত্বের তাল কিছুটা হলেও কাটছিল। রবিবার রাতে সান সিরোয় নতুন করে উদয় হল এমবাপে-সূর্যের। সঙ্গে বুড়ো হাড়ে ভেলকি করিম বেঞ্জিমার। তাতেই ছিটকে গেল লুইস এনরিকের স্পেনের তরুণ-ব্রিগেড, আর চওড়া হাসি মুখে নিয়ে নেশনস লিগের ট্রফি হাতে পোজ দিলেন ফ্রান্সের হেড স্যর দিদিয়ের দেশাঁ।

সদ্য ইউরো চ্যাম্পিয়ন ইতালির টানা ৩৭ ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ড ভেঙে ফাইনালে উঠেছিল স্পেন। অন্যদিকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স সেমিফাইনালে হারিয়েছে বেলজিয়ামের সোনালি প্রজন্মকে। ফলে তুল্যমূল্য লড়াইয়ের অপেক্ষায় ছিলেন ফুটবলপ্রেমীরা। আদতে হলও তাই। লাল বনাম নীলের লড়াই দেখে অভ্যস্ত সান সিরো সাক্ষী থাকল তারুণ্য বনাম অভিজ্ঞতার লড়াইয়ের। যদিও প্রথম অর্ধে প্রতিপক্ষকে মেপে নিতেই ব্যস্ত থাকল দুই পক্ষ। দ্বিতীয়ার্ধে তুলনায় গতিশীল ফুটবল খেলল দুই দেশ। ৬৪ মিনিটে কাউন্টার অ্যাটাক থেকে দলকে এগিয়ে দেন স্পেনের স্ট্রাইকার মিকেল ওয়ারজাবাল।

অথচ এই সময় এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল ফ্রান্স। লেফট উইং ব্যাক থিও হার্নান্ডেজের শট পোস্টে লেগে ফিরলে আক্রমণে যায় স্পেন। অধিনায়ক সের্জিও বুস্কেটসের লম্বা পাস ধরে একক দক্ষতায় গোল করে যান ওয়ারজাবাল। তবে এগিয়ে গিয়েও স্বস্তিতে ছিল না স্পেন। কারণ এই ফ্রান্স শেষ ৮ ম্যাচের ৭টিতেই আগে গোল খেলেও হারেনি। সেই ধারা বজায় রেখে ২ মিনিটের মধ্যে গোল শোধ করলেন বেঞ্জিমা। বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া শট দুই ডিফেন্ডারের মাঝ দিয়ে সোজা জালে জড়িয়ে যায়।

৮০ মিনিটে দেখা গেল এমবাপে-ম্যাজিক। থিওর লম্বা বল ধরে জয়সূচক গোলটি করলেন এই তারকা স্ট্রাইকার। যদিও এই গোল নিয়ে সরব স্পেন। তাদের দাবি, সেসময় অফসাইড ছিলেন এমবাপে। ম্যাচ শেষে বুস্কেটস বলেছেন, 'থিওর পাসের সময় কিলিয়ান অফসাইডে ছিল। আমরা রেফারিকে বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করি। তিনি জানান, পাসটি এরিক গার্সিয়ার পায়ে লেগে কিলিয়ানের কাছে পৌঁছেছে। ফলে বল এরিকের স্পর্শ পাওয়ার পর খেলায় নতুন পর্যায় তৈরি হয়েছে। তাই এটি আর অফসাইড নয়। এই সিদ্ধান্ত আমাদের বোধগম্য হয়নি।'

*ট্রফি হাতে দুই গোলদাতা কিলিয়ান এমবাপে ও করিম বেঞ্জিমা। ফ্রান্স-স্পেন ম্যাচ শেষে।-এএফপি*

কোচ দেশাঁ ম্যাচের পর বিশেষ প্রশংসা করলেন বেঞ্জিমার। তিনি বলেছেন, 'এই দুই ম্যাচে করিমের প্রতিভার ঝলক আমরা সবাই দেখেছি। ওর অনেকটাই উন্নতি হয়েছে। আক্রমণ তৈরিতেও ও অংশ নেয়। দীর্ঘদিন ধরে ও সর্বোচ্চ মানের ফুটবল খেলছে।' অথচ দেশাঁর সঙ্গে বিবাদের জেরে কয়েক বছর জাতীয় দলের দরজা বন্ধ ছিল বেঞ্জিমার সামনে। ইউরোর ঠিক আগে দলে ফেরার পর থেকে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে চলেছেন এই স্ট্রাইকার।

# সুযোগ কাজে লাগানোই চিন্তা স্টিমাকের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ অক্টোবর :** বিশ্বের সর্বত্র বাঙালি এখন শারদ উৎসবের মেজাজে। মা দুর্গা বাপের বাড়ি পা দিয়েই প্রথম যে কাজটা করলেন সেটা হল, ভারতীয় ফুটবলের গোলখরা নামক অসুরনিধন।

নেপালকে সুনীল ছেত্রীর একমাত্র গোলে হারিয়ে কিছুটা হলেও স্বস্তি ভারতের। যার জেরে গোলের পর ডাগআউটের সামনে বেশ মজার ভঙ্গিতে নাচতেও দেখা গেল ক্রোয়েশিয়ান বিশ্বকাপার কোচকে। কারণটা বোঝা যায়। এইমুহূর্তে তাঁর থেকে স্বস্তিতে বোধহয় আর কেউ নেই। কারণ, রবিবার না জিততে পারলে ভারত সাফ থেকে এবারের মতো বিদায় নিত। যা ভারতীয় ফুটবল ইতিহাসে কালো কালিতে চিরকাল লেখা হয়ে থাকত। এর আগে ভারত সাফ কাপের গ্রুপ পর্যায় থেকে কখনও বিদায় নেয়নি। ফাইনাল না খেললেও সেমিফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছেছে অন্তত। এবার অবশ্য সরাসরি ফাইনাল হবে রাউন্ড রবিন পর্যায় খেলে। তবে এখনও ফাঁড়া কাটেনি। ১৪ তারিখ মালদ্বীপের বিরুদ্ধে জিততে পারলেই অবশ্য খুলবে ফাইনালের রাস্তা।

তবে নেপালকে হারিয়ে যে তিনি খুশি তা গোপন করেননি ইগর স্টিমাক, 'আমি সত্যিই খুশি এই তিন পয়েন্ট পেয়ে। কারণ এটা আমাদের ফাইনালে যাওয়ার পথ তৈরি করেছে।' তবে এখনও যে তাঁকে সুযোগ কাজে লাগাতে না পারা ভাবাচ্ছে সেটাও বলছেন, 'আমাদের গোলের সুযোগ আরও বেশি কাজে লাগাতে হবে। অনেক বেশি উন্নতি দরকার এই জায়গাটায়।' সুনীল ৭৭টা গোল করে পেলেকে ছুঁয়ে ফেললেন। স্টিমাকের এই প্রসঙ্গে মন্তব্য, 'আরও আগে ও পার্থক্যটা গড়ে দিতে পারত। সুযোগ নষ্ট করেও অবশ্য সুনীল স্নায়ুর চাপে ভোগেনি এবং নিজের কাজটা করেছে। আমরা প্রত্যেকে ওর জন্য খুশি।' স্টিমাকের নাচ দেখে অবশ্য সমালোচকরা আদৌ খুশি নন। অনেকেই মনে করছেন, তিনি এমন কিছুই করেননি যাতে এভাবে নাচানাচি করতে হবে। প্রতিপক্ষ কোচ আবদাল্লা আলমাতারিও 'লজ্জাজনক' বলেছেন এই নাচকে। স্টিমাক অবশ্য পাত্তা না দিয়ে বলছেন, 'আমার নাচ নিয়ে ওঁর না ভাবলেও চলবে। উনি তো বরং আমাদের ৯৫ শতাংশ ফেভারিট বলে নিজের দলকেই ছোট করেছেন।'

> **আমি সত্যিই খুশি এই তিন পয়েন্ট পেয়ে। কারণ এটা আমাদের ফাইনালে যাওয়ার পথ তৈরি করেছে।**
>
> **-ইগর স্টিমাক**

তিনি যাই বলুন না কেন, নবমীর সন্ধ্যায় যদি মালদ্বীপকে হারিয়ে দল ফাইনালে না যেতে পারে তাহলে কিন্তু ফের এই নাচের প্রসঙ্গ উঠবে। এবং এবার তুলবেন ভারতীয় সমালোচক থেকে ফেডারেশন কর্তারা, সকলেই।

## বরপুত্রের জন্য চক্রব্যূহ?

*এভাবে কি মেসিকে আটকানো যায়? উরুগুয়ের ডিফেন্স ভেঙে গোল করে গেলেন এলএমটেন। -এএফপি*

### বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে আটকে গেল ব্রাজিল

# রোজ উন্নতি করছি আমরা : মেসি

**বুয়েনেস আয়ার্স, ১১ অক্টোবর :** বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে উরুগুয়েকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে জয়ে ফিরল আর্জেন্টিনা। দলের খেলায় খুশি লিওনেল মেসি। অন্যদিকে, কলম্বিয়ার সঙ্গে গোলশূন্য ড্র ব্রাজিলের। সাম্বা ব্রিগেড আটকে যেতেই আতশকাচের নীচে নেইমারের পারফরমেন্স।

ভারতীয় সময় সোমবার ভোরে চাপ নিয়েই ঘরের মাঠে নামে আর্জেন্টিনা। শেষ ম্যাচে তুলনায় দুর্বল প্যারাগুয়ের রক্ষণ ভাঙতে পারেননি মেসিরা। এদিন অবশ্য ৩৮ মিনিটে দলকে এগিয়ে দিলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা নিজেই। বক্সের কিছুটা বাইরে থেকে সতীর্থ নিকোলাস গঞ্জালেজের উদ্দেশে লম্বা বল বাড়িয়েছিলেন। নিকোলাস তা ধরতে না পারলেও উরুগুয়ের গোলরক্ষক ফার্নান্দো মুসলেরার মনোযোগ কেড়ে নেওয়ার কাজটা ভালোভাবেই করেছিলেন। ফলে গোলের ঠিক সামনে বলটি যখন মাটি স্পর্শ করছে, গোলরক্ষক তখন অন্য দিকে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। বিনা বাধায় জালে জড়িয়ে যায় বলটি। দক্ষিণ আমেরিকানদের মধ্যে প্রথম ৮০ আন্তর্জাতিক গোলের মাইলস্টোনে পৌঁছালেন মেসি।

৩-০ স্কোর দেখে একপেশে ম্যাচ মনে হলেও এদিন বহুবার আর্জেন্টিনার রক্ষণের পরীক্ষা নিয়েছেন লুইস সুয়ারেজ, এডিনসন কাভানিরা। কিন্তু গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজ বারবার দুর্গ রক্ষা করেছেন। সতীর্থের প্রশংসা করে মেসি বলেছেন, 'ডেবু মার্টিনেজ দুর্দান্ত। প্রতিবার প্রতিপক্ষের আক্রমণের জবাব দিয়েছে। আমাদের দলে বিশ্বের অন্যতম সেরা গোলকিপার রয়েছে।' দলের খেলা নিয়ে মেসির বক্তব্য, 'দুর্দান্ত একটা ম্যাচ খেললাম। দিন-দিন আমাদের খেলার উন্নতি হচ্ছে। আমরা বল ধরে খেলছি। আজ একটা কঠিন ম্যাচ ছিল। জিততেই হত। সবকিছু আমাদের হিসেব অনুযায়ীই হয়েছে।' প্রতিপক্ষ চাপ দিলেও প্রথম গোলের পর পরিস্থিতি বদলে যায় বলে মনে করছেন মেসি।

*চুমু নয়, কলম্বিয়ার ইয়েরি মিনার সঙ্গে ঝামেলার মুহূর্তে নেইমার।*

এদিন প্রথমার্ধেই ব্যবধান বাড়ান রডরিগো ডি পল। দ্বিতীয়ার্ধে বিপক্ষের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন লওতারো মার্টিনেজ। ছাত্রদের পারফরমেন্সে উচ্ছ্বসিত আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি। তিনি বলেছেন, 'আজ আমরা ভালো খেলেছি। প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নভাবে এমন পারফরমেন্স দিয়েছি। ম্যাচ প্রতিআক্রমণের সময় শক্ত থাকতে হয়। আজ আমরা সেটা পেরেছি। দল এভাবে খেললে পারফরমেন্স ভালো হবেই।' এদিন অবশ্য মেসি নয়, আর্জেন্টিনার মাঝমাঠ নিয়ন্ত্রণ করলেন জিওভানি লো সেলসো। দুটি অ্যাসিস্ট করেছেন টটেনহ্যাম হটস্পারের এই তারকা। তাঁকে নিয়ে স্কালোনির বক্তব্য, 'ওর প্রতিভা নিয়ে আমাদের কখনোই সন্দেহ ছিল না। এদিন ও নিজেকে প্রমাণ করেছে।'

কাতারের টিকিট পাওয়ার লড়াইয়ে প্রথমবার ধাক্কা খেল ব্রাজিল। অ্যাওয়ে ম্যাচে কলম্বিয়ার মাঠে একেবারেই ছন্দহীন টিটের ছেলেরা। এদিন দলে ফিরে অস্বস্তিকর নজির গড়ছেন নেইমার। গোটা ম্যাচে ১৫ বার ভুল পাস দিয়েছেন তিনি। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে কখনও এত ভুল পাস দেননি এই ব্রাজিলিয়ার মহাতারকা। যদিও ম্যাচ শেষে সেরা অস্ত্রের পাশেই দাঁড়ালেন টিটে। তাঁর কথায়, 'নেইমারের কাছে প্রত্যাশা সবসময়ই বেশি থাকে। সকলে মনে করে প্রতি ম্যাচে ও দারুণ করে দলকে জেতাবে। প্রতিপক্ষও বিষয়টি জানে। তাই ওকে অনেক বেশি মার্কিংয়ে থাকতে হয়। কখনো-কখনো একাধিক ফুটবলার ওকে ঘিরে রাখে।'

# ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে আজ সতর্ক মহমেডান

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ অক্টোবর :** পুজোর মধ্যে কলকাতা লিগের ম্যাচ। সাম্প্রতিক অতীত তো বটেই, আগে কখনও কলকাতা ময়দান এমন দৃশ্য দেখেছে বলে মনে হয় না।

সেই ছুটির আবহেই মঙ্গলবার সপ্তমীর দিনে কল্যাণীতে ইউনাইটেড স্পোর্টসের মুখোমুখি হবে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। প্রথম পর্বে এই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেই প্রথম ধাক্কা খায় সাদা-কালো ব্রিগেড। দুইবার এগিয়ে গিয়েও ড্র করে মাঠ ছাড়েন আজহারউদ্দিন মল্লিক, মনোজ মহম্মদরা। অন্যদিকে, ময়দানে নতুন তারা হিসেবে নজর কেড়েছিলেন ইউনাইটেডের সুব্রত মুর্মু। এবার আর প্রতিপক্ষকে নজর কাড়ার সুযোগ দিতে নারাজ মহমেডান।

শনিবার ভবানীপুর এফসি-র বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলে ছুটিতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন মার্কাস জোসেফ, নিকোলা স্টোজানোভিচরা। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দ্রুত লিগ শেষ করার জন্য সপ্তমীতে সেমিফাইনাল আয়োজন করছে আইএফএ। কল্যাণী স্টেডিয়াম ইউনাইটেড স্পোর্টসের খাসতালুক। তাই প্রস্তুতিতে কোনও ফাঁক রাখতে নারাজ সাদা-কালো কোচ আন্দ্রে চেরনিশভ। সোমবার বিকেলে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডের অনুশীলন পর্বে কোনও ফাঁক রাখলেন না এই রাশিয়ান কোচ।

চার দশক পর লিগ জেতার সুযোগ রয়েছে মহমেডানের সামনে। ফলে শেষ দুই ম্যাচে কোনও ভুল করতে নারাজ চেরনিশভ। প্রতিপক্ষ সম্পর্কে সাবধানী কোচ বলেছেন, 'আমরা ম্যাচটা জিততে চাই। ইউনাইটেড ভালো দল। ফুটবলারদের মধ্যে বোঝাপড়া খুবই ভালো। গ্রুপ লিগে ওদের সঙ্গে ড্র করেছি। ফলে হালকাভাবে নেওয়ার প্রশ্নই নেই।' ফুটবলারদের উৎসাহ দিতে এদিন অনুশীলনে হাজির ছিলেন কর্তারাও। নিরাপত্তার জন্য সেমিফাইনালে দর্শক প্রবেশের অনুমতি নেই। তবে ময়দানের ক্লাবে সমর্থকের চাপ ভালোই বুঝতে পারছেন চেরনিশভ। তাঁর কথায়, 'এখানে সবাই সব ম্যাচে শুধু জয় চায়। ডুরান্ড কাপের সময়ও এটা শুনেছি। এখন কলকাতা লিগেও শুনছি। আর সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটানোই আমাদের কাজ।'

মঙ্গলবার শেখ ফৈয়াজরা সেই কাজটা ভালোভাবে করতে পারলে, চার দশক পর রেড রোডের তাবুতে কলকাতা লিগ ঢোকার রাস্তা আরও চওড়া হবে।

*যুবভারতীর প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে মহমেডানের ফুটবলাররা। সোমবার।*

**কলকাতা লিগ সেমিফাইনাল**

## বাহরিনকে পাঁচ গোল মেয়েদের

**মানামা, ১১ অক্টোবর :** বাহরিনকে গোলের মালা পরাল ভারতের মহিলা ফুটবল দল। সোমবার বাহরিনের মানামায় ফ্রেন্ডলি ম্যাচে ৫-০ গোলে জিতলেন সঙ্গীতা বাসফোররা। র‍্যাংকিংয়ে বাহরিন অনেকটাই পিছিয়ে ভারতের থেকে। তবুও বিপক্ষকে দুরমুশ করায় আত্মবিশ্বাস কয়েকগুণ বেড়ে যাবে ভারতের মেয়েদের। শুরুটা ১৩ মিনিটে সঙ্গীতার গোল দিয়ে। ১৯ মিনিটে পিয়ারি ও ৩৪ মিনিটে ইন্দুমতির গোলে ভারত প্রথমার্ধে ৩-০ এগিয়ে যায়। বিরতির পর আক্রমণের ঝাঁঝ আরও বাড়িয়ে দেয় ভারত। যার ফল ৬৮ মিনিটে পিয়ারির দ্বিতীয় গোল। ৬৯ মিনিটে মণীষা ব্যবধান ৫-০ করেন। ৭৩ মিনিটে পিয়ারি লাল কার্ড দেখায় বাকি সময় ভারতকে ১০ জনে খেলতে হয়। যদিও দাঁত ফোটাতে পারেনি বাহরিন।

**থমাস কাপ**

## জিতে শুরু শ্রীকান্তদের

**আরহাস (ডেনমার্ক), ১১ অক্টোবর :** থমাস কাপ ব্যাডমিন্টনে জিতে শুরু করল ভারতীয় ছেলেদের দল। রবিবার গ্রুপের ম্যাচে তারা ৫-০ ব্যবধানে নেদারল্যান্ডসকে উড়িয়ে দিয়েছে। কেরেস এরিনাতে প্রথম সিঙ্গলসে কিদাম্বি শ্রীকান্ত ২১-১২, ২১-১৪ পয়েন্টে জোরান কিউয়িকেলকে হারিয়ে দেন। টাইয়ের দ্বিতীয় ম্যাচে সাত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি ২১-১৯, ২১-১২ পয়েন্টে রুবেন জিল-টিয়েস ভ্যান ডার লেকের বিরুদ্ধে সহজ জয় পান। দ্বিতীয় সিঙ্গলসে বি সাই প্রণীথ ২-০ গেমে জিতে ভারতের পক্ষে ৩-০ স্কোরলাইন করেন। টাইয়ের নিষ্পত্তি এখানেই হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় ডাবলসে এমআর অর্জুন-ধ্রুব কপিলার জিততেও কোনও অসুবিধা হয়নি। পঞ্চম ম্যাচে সমীর ভার্মা ২১-৬, ২১-১১ পয়েন্টে জিগস ডিউইসকে হারিয়ে ৫-০ ব্যবধানে ভারতকে জয় এনে দেন।

অন্যদিকে, উবের কাপে হেরে শুরু করল ভারতের মেয়েরা। রবিবার গ্রুপের প্রথম ম্যাচে সাইনা নেহওয়ালরা লড়াই করেও ২-৩ ব্যবধানে স্পেনের বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছে। টাইয়ের প্রথম ম্যাচে প্রথম গেম হেরে যাওয়ার পর কুঁচকির চোটের জন্য উঠে যেতে বাধ্য হন সাইনা। পরে মালবিকা বানসোদ, অদিতি ভাটরা চেষ্টা করলেও ভারতের হার বাঁচাতে পারেননি।

**বিশ্বকাপ আসছে ভারতে**

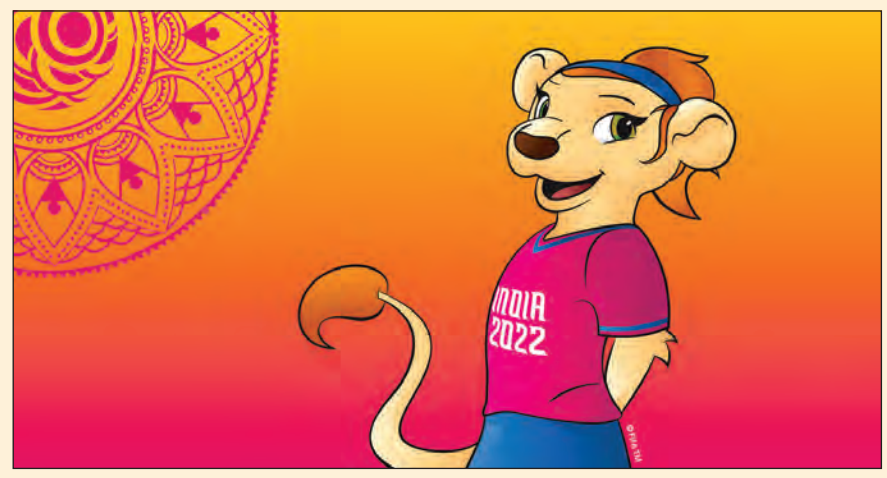


■ সোমবার ছিল আন্তর্জাতিক শিশু-কন্যা দিবস। এদিনই প্রকাশিত হল ২০২২ সালের ভারতে অনুষ্ঠেয় ফিফা অনূর্ধ্ব-১৭ মহিলা বিশ্বকাপের ম্যাসকট 'ইভা'।

■ এশীয় সিংহী ইভা। খাসি শব্দ ইভার অর্থ সঠিক দৃষ্টি ও বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন।

■ ভারত ও বিশ্বের কিশোরী ও তরুণীদের প্রতিভা প্রকাশের জন্য বাছা হয় ইভাকে।

■ আগামী বছর ১১ থেকে ৩০ অক্টোবর অনূর্ধ্ব-১৭ মহিলা বিশ্বকাপ কলকাতা, ভুবনেশ্বর, গুয়াহাটি, আহমেদাবাদ ও নবি মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত হবে।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী- ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন : ২২৪৩-৫৬৬৩, ২২১০-১৮২০/১২০১, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৪৩-৫৬১৮, ২৪১৯২৩৫৮। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার- ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা- ৭৩২১০১, হোয়াটসঅ্যাপ : ৮৫৮৪৮৮৩২৫৯, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫১৩৪৪০১, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।
Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com uttarbanga@indiatimes.com Website : http://www.uttarbangasambad.in